সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৯৯
WEEKLY BOOKLET:399

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর বাণীসমূহের লিখিত পুষ্পধারা:

শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে ১৮টি প্রশ্নোত্তর

সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার ০১
অন্যের জিনিস ব্যবহার করা ০৭
শিক্ষাজীবনে অন্য কোন দক্ষতা শিখে নেয়া উচিত? ১০
বাচ্চাদের কতটুকু সীমার মধ্যে শাস্তি দিতে পারবে? ১১



শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে ১৮টি প্রশ্নত্তোর

আমীরে আহলে সুন্নাতের খলিফার দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে এই **"আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে ১৮টি প্রশ্নত্তোর"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে ইলমে দ্বীন অর্জন করার ও এর উপর আমল করার তাওফিক দান কর এবং তার মা-বাবাসহ বিনা হিসাবে মাগফিরাত দান কর।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে আমার প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি সহকারে তিনবার দরুদে পাক পাঠ করলো, আল্লাহ পাকের হক হলো যে, তার ওই দিনের ও ওই রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া। **(মু'জাম কবীর, ১৮/৩৬২, হাদিস: ৯২৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রশ্ন: সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার কি শিক্ষার্থীদের রেজাল্ট (Result) এ প্রভাব ফেলছে?

উত্তর: সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের উপরে নয় বরং শিক্ষকবৃন্দ, মা--বাবা ও সন্তানদের উপরেও প্রভাব ফেলেছে। সন্তান মোবাইল নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেগে আছে আর মা- বেচারী ঘন্টার পর

www.dawateislami.net

ঘন্টা চিৎকার করছে যে, "দই নিয়ে আসো! আমার মাথা ব্যথা করছে, অমুক ট্যাবলেটটি নিয়ে আসো!" কিন্তু সন্তান সোশ্যাল মিডিয়ায় মগ্ন আর সে জানেও না যে, মা তাকে ডাকছে। এটি **International problem** হয়ে দাড়িয়েছে এবং অবস্থা আশ্চর্যজনক হয়ে গেছে। আমি একবার বিদেশে কোন হাসপাতালে গিয়েছিলাম, সেখানকার ব্যবস্থাপনা খুব ভালো মনে করা হতো কিন্তু বিশ্বাস করুন! **Security guard** মোবাইল ফোন নিয়ে বসে ছিল আর এমনভাবে মগ্ন ছিল যে, আমি আসা যাওয়া করছিলাম কিন্তু তার কোন খবরও ছিল না। সোশ্যাল মিডিয়া সবাইকে মগ্ন করে দিয়েছে, এর কারণে কত ঘটনা ঘটে যায় হয়তো, গার্ডকে সোশ্যাল মিডিয়ায় মগ্ন দেখে অস্ত্র ছিনিয়েও নেয়া হয় হয়তো। আল্লাহ পাক দয়া করুক। যারা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে না তার এর লোভ না করা উচিত আর যারা ব্যবহার করে তার উচিত **Limited** (সীমাবদ্ধ) ও দ্বীনি কাজে ব্যবহার করা, যেমন; সোশ্যাল মিডিয়ায় দাওয়াতে ইসলামীর **Pages** রয়েছে, নিগরানে শূরার, আমার ও অন্যান্য ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের পেইজ রয়েছে, আমরা ইসলামী লোক, দুনিয়াবী ও চিকিৎসা বিষয়ে তথ্য জানানোর জন্য চেষ্টা করতে থাকি, এর জন্য এসব **Pages** দেখুন এবং এসবের জন্যও সময় নির্ধারণ করে নিন, যেমন; আসর থেকে মাগরিব সোশ্যাল মিডিয়া **Use** (অর্থাৎ ব্যবহার) করবো। আসরের পর যিকির ও অযিফা পাঠ করা শেষ করে কিছুক্ষণের জন্য ব্যবহার করা এবং মাগরিবের আযানের পূর্বে বন্ধ করে মসজিদের দিকে রওনা হওয়া, এতে আপনার এবং আপনার অনেক সময় বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বারবার সোশ্যাল মিডিয়া দেখলে অহেতুক কাজে লিপ্ত হয়ে যাবেন, যেমন; কখনো দেখবেন যে "কোন **Clip** তো আসেনি? অথবা কিছু হয়নি

www.dawateislami.net

তো? পৃথিবীতে কী ঘটছে? অমুক জায়গায় শুনেছি যে কিছু একটা হয়েছে!” ইত্যাদি, এমনটি করবেন না। **Limited** ব্যবহার করবেন তাহলে আপনার অনেক সময় বেঁচে যাবে নতুবা অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে। পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে হয়তো সোশ্যাল মিডিয়ার **User** রয়েছে, কোটি কোটি লোক এটা ব্যবহার করছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সোশ্যাল মিডিয়ার বিপদ থেকে হেফাযত করুক এবং আমরা যেন সোশ্যাল মিডিয়ার এমন বিশুদ্ধ ও জায়িয ব্যবহার করি, যার ফলে আমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার কাজে প্রভাব না পড়ে। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৫/৩৬--৩৭)**

প্রশ্ন: PHD করা শিক্ষার্থীদের নিজেদের শিক্ষাজীবনে প্রবন্ধ লিখতে হয়, যাকে তারা “থিসিস” বলে থাকে তাছাড়া এটি জীবদ্দশায় লিখতেই হয়, তাদের এই লিখাগুলো কি কোন আশিকে রাসূল মুফতি সাহেব থেকে চেক করিয়ে নেয়া উচিত?

উত্তর: মূলতঃ কঠিন বিষয়টি হলো যে, যেসব লোকেদের দুনিয়াবী স্ট্যাটাস থাকে তারা সাধারণত ওলামায়ে কেরাম থেকে দূরে থাকে। হয়তো এই বেচারারা মনে করে যে, মাওলানারা আমাদের কথা কি বুঝবে! তারা তো মসজিদের রুটি খেয়ে থাকে, অথচ এমন কিছু নয়। আমি ঈমানদারীর কথা বলছি যে, আলিমে দ্বীন বেশি মেধাবী হয়ে থাকে আর মুফতিরা হলো মেধাবীদের সর্দার অর্থাৎ অনেক বেশি মেধাবী হয়ে থাকে। এসব লোকেরা সাধারণত বিনয় ও সরলতার কারণে এই দুনিয়াবী শিক্ষিত লোকদের সাথে বিবাদে জড়ায় না, তবে এর মানে এই নয় যে, তারা কিছু বোঝে না। যদি কারো এমন কোন চিন্তাভাবনা নাও হয়, তবে তাদের এই কুমন্ত্রণা আসতে পারে যে, “মাওলানারা আমার এই প্রবন্ধ বা আর্টিক্যাল বুঝবে না,

www.dawateislami.net

ঠিক আছে মাওলানা ভালো, আমি জুমার নামায তাদরই পেছনেই পড়ে থাকি, তারা বয়ানও ভালো করে এবং অনেক মাসআলাও বলে থাকেন কিন্তু আমার প্রবন্ধ তারা অনুধাবন করতে পারবে না।" অথচ এটি আবশ্যক নয় যে, তাদের বুঝে আসবে না, সুতরাং কমপক্ষে শরয়ীভাবে নিরীক্ষণ করে নেয়া উচিত। অতঃপর এসব লোকেরা যেই প্রবন্ধ লিখে, সাধারণত দুনিয়াবী বিষয়েই হয়ে থাকে এবং তাদের জন্য নিরাপত্তাও এর মাঝে, কেননা কোন দ্বীনি বিষয়ে লিখলে তো সম্ভাবনা রয়েছে যে, অসংখ্য ভুল--ত্রুটি করে বসবে।

(নিগরানে শূরা বলেন:) এসব লোকেরা ইসলামী বিষয়েও প্রবন্ধ লিখে থাকে।

(এই প্রসঙ্গে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) যদি কেউ আসলেই লিখার যোগ্য হয় তবে সে যেন লিখে কিন্তু লিখার উপযুক্ততা সম্পর্কে কিভাবে বুঝবে? স্পষ্টতঃ এর জন্য কোন উপযুক্ত অর্থাৎ আলিমে দ্বীনকে নিজের লিখনী চেক করাতে হবে। সাধারণত এসব লোক কারো মাধ্যমে চেক করানো ব্যতীত স্বয়ং নিজেকে যোগ্যই মনে করতে থাকে, যেমন বলে: আমি কুরআনে পাক পড়েছি এবং রমযান শরীফে দুই খতম কুরআন পাক আদায় করেছি। এসব লোকেরা মনে করে যে, আমরা তো পড়তে পারি, যদি তারা কোন ক্বারী সাহেবকে তিলাওয়াত শোনায় তাহলে ক্বারী সাহেব বলবেন যে, আপনি তো "بِسْمِ اللّٰهِ" ও বিশুদ্ধ করে পড়তে পারেন না, অতঃপর তাদের সাথে ক্বারী সাহেবের ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে যে, আমি অনেক বছর যাবৎ কুরআনে পাক পড়ে আসছি আর আপনি বলছেন আমি "بِسْمِ اللّٰهِ"ও পড়তে পারি না। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আলিমে দ্বীনের মাধ্যমে চেক করাবেন না ততক্ষণ কোন ভুলও ধরতে

www.dawateislami.net

পারবেন না। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ৯৯ ভাগ লোক সঠিক উচ্চারণ সহকারে "اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ" পড়তে পারবে না বরং আমি নোট করেছি যে, অধিকাংশ লোক "بِسْمِ اللّٰهِ"ও সঠিকভাবে পড়তে পারে না, সূরা ফাতেহা পড়া তো আরও দূরের কথা সুতরাং সকলের শিখা উচিত। অনুরূপভাবে যেসব ইসলামী ভাই আর্টিক্যাল লিখে থাকে তাদের জন্য এতে অনেক রিস্ক থাকে বরং দুনিয়াবী আর্টিক্যালেও কম রিস্ক থাকে না, এতেও তিলকে তাল লিখা হয়ে থাকে। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/২৯--৩০)**

প্রশ্ন: শিক্ষার্থীর কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর: শিক্ষার্থীর উচিত যে, আমার লক্ষ্য হলো "আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করা" এটা সব সময় মাথায় রাখা, নিজের সময় নষ্ট না করা, চরিত্র ঠিক রাখা, মুখ, চোখ ও অন্তরের হেফাযত করা, কোন কিছু চাওয়া থেকে বেঁচে থাকা অর্থাৎ মানুষের কাছ থেকে টাকা--পয়সা না চাওয়া, অবশ্য কিছু জানার জন্য নিজের ওস্তাদেরকে প্রশ্ন করতে পারবে, বিনয় করা অর্থাৎ নিজেকে নগন্য মনে করা, সম্পদ অর্জন করার লালসা থেকে দূরে থাকা অর্থাৎ টাকার লোভে না পড়া, ইলম অর্জনের লোভ রাখা, মূর্শিদ, ওস্তাদ ও মাতা--পিতার আদব বজায় রাখা, নিজের মাদরাসার রুটিন অনুসরণ করা, সাহচর্যের হকের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা অর্থাৎ যেই শিক্ষার্থী তার পাশে বসে তার হকের প্রতি খেয়াল রাখবে যে, সে তার নিকটতম প্রতিবেশি এবং তার হক রয়েছে আর কিয়ামতের দিন তাকে এই প্রশ্নও করা হবে যে, নিজের প্রতিবেশির হক আদায় করেছে নাকি নষ্ট করেছে? সুতরাং তার কষ্টের কারণ যেন না হয় বরং প্রয়োজন হলে তাকে যেন সহযোগিতা করে, যেমন পড়া ও পড়ানোর ক্ষেত্রে একে অপরকে সাহায্য

www.dawateislami.net

করা হয়ে থাকে। কোন সংকটের সম্মুখীন হলে ধৈর্যধারণ করা, ইবাদতের প্রতি আগ্রহ রাখা, নেকীর দাওয়াতও দেয়া। শিক্ষার্থীর জন্য এই কয়েকটা মাদানী ফুল যেগুলো আমি মাকতাবাতুল মদীনা কিতাব "কামিয়াব তালিবে ইলম কোন?"[১] থেকে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

(মলফূযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/৩৫৭--৩৫৮)

প্রশ্ন: শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যে থাকার পদ্ধতি কেমন হওয়া দরকার?

উত্তর: পরস্পর একসাথে থাকারও হক রয়েছে, যেমন "একবার আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সাহাবি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে জঙ্গলে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সেখানে তিনি দুইটি মিসওয়াক কাটলেন যার মধ্যে একটি ছিল বাঁকা (অর্থাৎ একদিকে হেলে থাকা) আরেকটি ছিল সোজা। তিনি সোজা মিসওয়াকটি তাঁর সাহাবিকে দিয়ে দিলেন, এতে ওই সাহাবি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার চেয়ে বেশি আপনি সোজা মিসওয়াকটি পাওয়ার হকদার। ইরশাদ করলেন: যে ব্যক্তি মুহূর্ত পরিমাণও কারো সাহচর্যে কাটায় তবে তাকে সেই সাহচর্যের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে যে, সে ওই সাহচর্যে আল্লাহ পাকের হক আদায় করেছে নাকি নষ্ট করেছে? **(তাফসীরে তাবারি, ৪/৮৫, হাদিস: ৯৪৮৩। ইহইয়াউল উলুম, ২/২১৮)** এই হাদিসের ব্যাখ্যায় হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: "এই বাণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাহচর্যে আল্লাহ পাকের হক "ইসার" রয়েছে। সাহচর্যের হক প্রতিটি জায়গায় থাকে।" **(ইহইয়াউল উলুম, ২/২১৮। ইহয়াউল উলুম (অনুবাদকৃত), ২/৬৩৩)** যেমন আমরা সফর করছিলাম আর কয়েক মিনিটের

---

১. **"কামিয়াব তালিবে ইলম কোন?"** এটি মাকতাবাতুল মদীনার একটি অনন্য কিতাব, এটি ফ্রিতে ডাউনলোড করার জন্য এই লিংকে ক্লিক করুন **www.dawateislami.net**।

www.dawateislami.net

জন্য আমাদের সাথে কেউ বসেছিল সুতরাং তার জন্যও সাহচর্যের হক থাকবে। একইভাবে যেই শিক্ষার্থী আমাদের সাথে জামিয়াতুল মদীনায় রয়েছে, সে আমাদেরই ক্লাসেরই হোক বা অন্য কোন ক্লাসের হোক, সবাই আমাদের প্রতিবেশি আর তাদের প্রত্যেকের হকও রয়েছে। মুসলিমের হক তো প্রত্যেকের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে, অতঃপর হোক সে হাজারো মাইল দূরে! এজন্য প্রত্যেকেরই খেয়াল রাখা উচিত এবং নিজের চরিত্র সুন্দর করা উচিত। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৯/২৪৫-২৪৬)**

প্রশ্ন: Students তথা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাধারণত এই বিষয়টি প্রচলিত রয়েছে যে, একে অপরের নোট, কিতাব, স্টেশনারি ও অন্যান্য জিনিস নির্দ্বিধায় ও বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করে থাকে, এমনটি করা কেমন?

উত্তর: Students (অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের) একে অপরের জিনিস ব্যবহার করার বিভিন্ন দিক রয়েছে, যেমন; এমন দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক বন্ধু যাদের পরস্পরের মধ্যে এমনভাবে বন্ধুত্ব রয়েছে যে, একে অপরের জিনিস নির্দ্বিধায় ব্যবহার করে এবং তাদের মধ্যে কেউ এটাকে অন্যভাবে দেখে না, তবে এটি জায়িয। যদি এমন সম্পর্ক না হয় আর তবুও বিনা অনুমতিতে জিনিস এমনভাবে ব্যবহার করে যে, এর কোন ক্ষতি করে বসেছে তবে ব্যবহারকারী গুনাহগার হবে। এহেন পরিস্থিতিতে বলে দেয়া হয় যে, আমি কোথায় ক্ষতি করেছি? ব্যস দুইটি পৃষ্ঠাই তো খাতা থেকে ছিড়ে গেছে। মনে রাখবেন! এটাও কিন্তু ক্ষতি। একইভাবে কলম দিয়ে লিখল তো কিছু না কিছু কলম থেকে কমে গেছে আর এর Ink (অর্থাৎ কালি) ব্যবহার হয়েছে সুতরাং এটাও এক প্রকার ক্ষতি। যদি ক্ষতি নাও হয়ে থাকে তারপরও বিনা অনুমতিতে কারো জিনিস ব্যবহার করবে না যে, যদি কিয়ামতের দিন পাকড়াও করা হয় তবে কি হবে!!!

www.dawateislami.net

অন্যের জিনিস ব্যবহার না করাতেই কল্যাণ নিহিত

সর্বাবস্থায় কল্যাণ এতেই রয়েছে যে, বান্দা নিজের জিনিসই ব্যবহার করা। ঘনিষ্ট বন্ধুর জিনিসপত্রও বিনা অনুমতিতে ব্যবহার না করা আর না বারবার ব্যবহার করার জন্য অনুমতি চাওয়া, কেননা অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে বন্ধুর মধ্যেও সমস্যার সৃষ্টি হয়ে যায়, যেমন; যদি কেউ বন্ধুর মোটর সাইকেল পাংচার করে আসে অথবা এক্সিডেন্টে কিছুটা ক্ষতি করে দিলো তবে যার ক্ষতি হয়েছে সে খুশিতে মেতে উঠবে না বরং হতে পারে সে মন্দ কথা বলে নিজের রাগ দেখাবে যে, তুমি ঠিকভাবে চালাতে পারো না, সমস্ত পেট্রোল শেষ করে দিয়েছো, জানিনা কোথায় গিয়েছিলে? ব্রেক নষ্ট করে ফেলেছ ইত্যাদি ইত্যাদি।

কারো থেকে না চাওয়ার বায়আত

আমাদের সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ কঠোর দারিদ্রতা সহ্য করতেন কিন্তু কারো থেকে চাইতেন না, বিশেষ করে হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে অনেক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। কিছু কিছু সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হাতে বায়আত তথা অঙ্গীকার করেছিলেন যে, কারো থেকে কিছু চাইবে না। বায়আত কারীদের মধ্যে হযরত সাওবান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُও ছিলেন, যদি তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বাহনের উপর থাকতেন এবং তাঁর চাবুক মাটিতে পরে যেতো তখন তিনি কাউকে বলতেন না যে, “এটা উঠিয়ে দাও” বরং স্বয়ং নিজে নিচে নেমে যেতেন এবং নিজে উঠিয়ে নিতেন।[১]

(ইবনে মাজাহ, ২/৪০১, হাদিস: ১৮৩৭) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৩২৪-৩২৫)

---

১. এরকম আর একটি হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: এটা বোঝা যাচ্ছে এই বিধানটি☛

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: যদি স্কুল ব্যাগে কোন বাচ্চার কোন জিনিস এসে যায় আর জানে না যে, তা কার জিনিস? তবে তা কি করবে?

উত্তর: দ্বিতীয় দিন যখন ক্লাসে যাবে তখন জিজ্ঞাসা করবে যে, কারো কোন জিনিস হারিয়েছে কিনা, যদি কেউ বলে যে, জি! আমার জিনিস হারিয়ে গিয়েছে তবে তার থেকে সেই জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তাকে দিয়ে দিবে। আলামত ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন এজন্য হচ্ছে যে, যদি কোন বাচ্চাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এটি কার তবে সাধারণত বুঝে বা না বুঝে বাচ্চারা এর দিকে ঝাপিয়ে পড়বে আর বলবে যে, আমাকে দিয়ে দিন। এভাবে কিছু কিছু বাচ্চা যদিওবা বোধশক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে তবুও মিথ্যা বলার অভ্যস্ত হয়ে থাকে, তবে সেও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলে দিবে যে, এই জিনিসটি আমার, এজন্য যদি জিনিস দেখানো ব্যতীত, জিনিস ও এর সম্পর্কেজিজ্ঞাসা করা তাহলে জিনিসটি যার সে পেয়ে যাবে। এটাও করা যেতে পারে যে, নিজের ওস্তাদকে সেই জিনিসটি দিয়ে দেয়া আর বলে দেয়া যে, কারো এই জিনিসটি আমার ব্যাগে চলে এসেছিল, এখন তিনি কৌশলে যার জিনিস তার কাছে পৌঁছে দিবেন। অতএব! ব্যাগের মধ্যে কারো জিনিস চলে আসলে তা রেখে দেয়া বা ব্যবহার করার অনুমতি নেই বরং যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/৪৫৮)

প্রশ্ন: তথ্যবহুল প্রোগ্রামসমূহ দেখে দেখে কি মানুষ আলিম হতে পারবে?

উত্তর: দেখার দ্বারা কেউ কিছু হয় না, মনোবিজ্ঞান গ্রন্থাদি যদি গাধার উপর তুলে দাও তবে সে মনোবিজ্ঞানী হয়ে যাবে না। জ্ঞান অর্জন করার দ্বারা জ্ঞানী তথা আলিম হওয়া যায়।

☚ তাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল নতুবা পড়ে যাওয়া জিনিস অন্য একজনের মাধ্যমে উঠিয়ে নেয়া নাজায়িয নয়। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/৬৮)**

www.dawateislami.net

আলিম ওই ব্যক্তিই হয়ে থাকে, যে আলিমের শর্তাবলী পূরণ করে, যেমন; সমস্ত আকায়িদের ব্যাপারে অবগত হওয়া এবং সেগুলোর উপর অটল থাকা, প্রয়োজনীয় মাসআলার জ্ঞান রাখা, নিজের প্রয়োজনীয় মাসআলা কিতাব থেকে বের করার যোগ্যতা থাকা। **(আহকামে শরীয়ত, ২৩১ পৃ:, অংশ: ২)** এটা অন্য বিষয় যে, অন্য কারো মাধ্যমে বের করা কিন্তু নিজে বের করার যোগ্যতা রাখে। এখন হোক সেই জ্ঞান নিজের ওস্তাদের মাধ্যেমে অর্জন করুক, কারো থেকে শুনে অর্জন করুক, কিতাবাদি পাঠ করে অর্জন করুক, তথ্যবহুল অনুষ্ঠানসমূহ দেখে অর্জন করুক অথবা অন্য কারো মাধ্যমে অর্জন করুক, যখন তার একজন আলিমের ন্যায় ইলম অর্জিত হয়ে যাবে তখন সে আলিম হয়ে যাবে। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সনদ কোন বিষয় নয় ইলম থাকা চাই।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৭৮৩) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/৩৮৭)

প্রশ্ন: শিক্ষাজীবনে অন্য কোন দক্ষতা যেমন; কম্পিউটার ডিজাইনিং অথবা কম্পোজিং ইত্যাদিও শিখে নেয়া উচিত?

উত্তর: দক্ষতা ও ইলম উভয়টি দরকার আছে তবে মনে রাখবেন! এই ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইলমে দ্বীন অর্থাৎ সর্বপ্রথম ফরয ইলম এবং নিজের প্রয়োজনীয় আকিদার বিষয়সমূহ শিখে নেয়া, এরপর প্রয়োজনীয় জরুরী যান্ত্রিক ইলম যেমন; বিভিন্ন ভাষা ইত্যাদি শিখা তাছাড়া দক্ষতা এবং যার কাছ থেকে দক্ষতা শিখেছে তার থেকে শিখাটা জায়িয হওয়া, নতুবা দক্ষতা তো সুদেরও শিখা যায়! **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৭/৪২১)**

প্রশ্ন: দ্বীনি শিক্ষার্থীর ইবাদতের ক্ষেত্রে কেমন হওয়া চাই?

উত্তর: বর্তমান শিক্ষার্থীদের ইলম অর্জন করার জন্য যেই সময়টুকু দেয়া হয়ে থাকে তাতেও বেচারারা পিছিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের অবসর সময়ে

হোটেল আর কাবাব চামুচার দোকানে দেখা যায় অথবা দলবেধে আড্ডা মারতে দেখা যাবে, অবশ্য এদের মধ্যে যারা অধ্যয়নের প্রতি আগ্রহ রাখে তাদের সাথে সব সময় বই থাকবে আর যেখানে তারা দুই মিনিট সময় পাবে তাতে তারা কিতাব খুলে পড়া শুরু করে দিবে। আমি কিছু কিছু শিক্ষার্থীকে দেখেছি যখন অন্যান্য ছাত্ররা কথাবার্তায় ব্যস্ত তখন তারা তাদের থেকে আলাদা হয়ে কিতাব পড়ার মধ্যে লিপ্ত থাকে, তবে এমন শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে এরকম বলা যেতে পারে যে, লাখের মধ্যে একজন এরকম ছাত্র থাকে। যদি কেউ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, জ্ঞান অর্জনে মগ্ন ও ব্যস্থ থাকে তবে নিশ্চয় উচ্চ পর্যায়ে ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে, তবে ফরযের ক্ষেত্রে কোন প্রকার উদাসিনতা না করা এবং নামাযও জামায়াত সহকারে পড়তে হবে বরং আল্লাহ পাক তাওফিক দিলে তবে নফল নামাযও পড়বে। [১] আল্লাহ পাকের তাঁর বান্দার কোন কাজটি পছন্দ হয়ে যায় বা তাঁর গোপন রহস্য কি? এই ব্যাপারে আমাদের কোন কিছু জানা নেই, সুতরাং হতে পারে আমাদের ইলমে দ্বীন পড়া ও পড়ানো কবুল নাও হতে পারে, কেননা পড়া ও পড়ানোর ক্ষেত্রে অসংখ্য ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে। যাইহোক সাধ্য অনুযায়ী ইলমে দ্বীন অর্জন করা আবশ্যক এবং আমাদেরকে ফরয ইলম অর্জন করতেই হবে, তবে এরচেয়ে বেশি জ্ঞান অর্জন করে আলিম হওয়াটা ফরযে আইন নয় কিন্তু এর অসংখ্য ফযিলত

১. হযরত আবু বকর কিত্তানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: আল্লাহ পাক আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন? বললেন: আমার লেখনী ও সংকলন কোন কাজে আসেনি, সফলতা সেই দুই রাকাতের বিনিময়ে মিলেছে যা আমি গভীর রাতে উঠে পড়তাম।

(ইহয়াউল উলুম, ৫/২৬৫)

www.dawateislami.net

রয়েছে সুতরাং এই ধাপটিও একনিষ্ঠতার সাথে অর্জন করা উচিত তবে এই ধাপটি অনেক কঠিন। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/৩৫৮-৩৫৯)**

প্রশ্ন: মাদরাসাতুল মদীনায় শিক্ষার্থীরা যেই খাবার নিয়ে আসে যদি ছুটি হয়ে যায় আর সেই খাবার ফেলে চলে যায় তবে এই আশঙ্কাও থাকে যে, তা খারাপ হয়ে যাবে অথবা তাতে পিঁপড়া চলে আসবে তাহলে কি সেই খাবার অন্য কারো খাওয়ার অনুমতি রয়েছে?

উত্তর: যদি ফ্রিজ (**Fridge**) থাকে তবে তাতেও রাখতে পারেন। সাধারণত শিক্ষার্থীর বায়োডাটা (**Biodata**) ও ঘরের মোবাইল নম্বর ইত্যাদি তো থাকেই, এজন্য যদি এটা জানা যায় যে, টিফিনটি (**Tiffin**) কার? তবে কল করে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে, এই খাবারগুলো কি করবো? হতে পারে সে অনুমতি দিয়ে দিবে, এরপর যা মনচাই করতে পারবেন। আজকাল তো এমনিতেই খাবার ফেলে দেয়ার কালচার (**Culture**) এমনভাবে বেড়ে গিয়েছে যে, আল্লাহ পাকের পানাহ!! এমনও হয়ে থাকে যে, কারো হাতে খাবার আসলে তবে সে অবজ্ঞা করে থাকে হয়তো অথবা ধারণা করে বলে দেয় যে, এই খাবার তো ফেলে দেয়ার মতো, অথচ তা ফেলে দেয়ার মতো হয় না হয়তো। যাইহোক! যে ব্যক্তি খোদাভীতি সম্পন্ন হবে সে সিদ্ধান্ত নিবে যে, এই খাবারটি কী করা যায়?

(মলফুযাকে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/২১৫)

প্রশ্ন: কিছু শিক্ষার্থী মাদরাসার ডেস্কে লেখালেখি করে থাকে, এমনটি করা কেমন?

উত্তর: ওয়াকফকৃত টেবিলে লিখা যাবে না। কিছু শিক্ষার্থীরা ডেস্কে এমনভাবে মোটা করে লিখে থাকে যা মুছে ফেলা যায় না অথচ এটি

www.dawateislami.net

মাদরাসার ডেস্ক। দ্বীনি শিক্ষার্থীর পিতাও যদি সেই টেবিল দিয়ে থাকে তারপরও তার উপর লিখার অনুমতি নেই।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৪৫১) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৪৮৭-৪৮৮)

প্রশ্ন: কিছু শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় দূর্বল হয়ে থাকে সুতরাং পড়ার আগ্রহের জন্য কিছু মাদানী ফুল বলে দিন।

উত্তর: দুনিয়াবী শিক্ষার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। মিডিয়া, ঘর ও সমাজ সকলেই দুনিয়াবী শিক্ষার পেছনে পড়ে আছে, এর জন্য মোটা অংকের টাকাও খরচ করছে, দামি দামি বই ক্রয় করছে, অনেকে তো লেখাপড়া করার জন্য বিদেশেও গিয়ে থাকে। অতএব দ্বীনি শিক্ষার ব্যাপারে খুবই দুর্বলতা রয়েছে অথচ দ্বীনি জ্ঞান অর্জনকারীর খাওয়া ও থাকা ইত্যাদি সবকিছুর সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে, এরপরও এর দিকে মানুষ ধাবিত হয় না। এভাবে বুঝে নিন যে, ১০০ এর মধ্যে ৯৯ শতাংশ লোক দুনিয়াবি শিক্ষার দিকে ধাবিত হয়ে থাকে আর শুধুমাত্র এক শতাংশ বরং এরচেয়েও কম সংখ্যক লোক দ্বীনি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে। হয়তো এক হাজারের মধ্যে কোন একজন দ্বীনি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হবে হয়তো।

ইলম অর্জনের ব্যাপারে বর্ণনাকৃত ফযিলত শুধুমাত্র দ্বীনি ইলমের জন্য

হাদিসে মুবারকায় জ্ঞান অর্জনের যা-ই ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে, সেই দ্বীনি ইলমের জন্য। এটা স্পষ্ট যে, ইলমে দ্বীনের মাধ্যমেই আল্লাহ পাক, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও ফেরেশতাদের ব্যাপারে আকিদা জানা যাবে, এর মাধ্যমে জান্নাত ও দোযখের ব্যাপারে আকিদা সম্পর্কে অবগত

www.dawateislami.net

হওয়া যাবে বরং ইসলামের সমস্ত মৌলিক আকিদা ইলমে দ্বীন দ্বারাই জানা যাবে, এছাড়াও আরো অনেক বিষয় শুধুমাত্র ইলমে দ্বীনের মাধ্যমেই অর্জিত হবে। শুধুমাত্র দুনিয়াবি শিক্ষা অর্জনকারী এ সমস্ত বিষয় কোথা থেকে শিখবে বরং এদের শিক্ষকদেরও এসব বিষয় জানা থাকে না, সুতরাং ইলমে দ্বীন অর্জন করা দরকার। যখন দ্বীনের ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জিত হয়ে যাবে এরপর দুনিয়াবি জ্ঞানের দিকে আসবে তবে বর্তমান যুগে সমস্ত নিয়মেই হলো উল্টো নতুবা সাহাবায়ে কেরামের যুগে মুসলমানগণ নিজেদের সন্তানদেরকে সূরা মুলক মুখস্ত করাতেন এবং কবরে প্রশ্নত্তোর শিখাতেন কিন্তু এখন তো স্বয়ং মাতা-পিতারাই এসব বিষয় জানে না, তারা বাচ্চাদেরকে আর কি শিখাবে!! না মা-বাবারা এসব জানে আর না নানা-নানি, দাদা-দাদি বরং এখন তো ধারণাই করা যায় না এসব বিষয়গুলো কারো জানা আছে, না শিক্ষার্থীরা এই ব্যাপারে কিছু জানে আর না তাদের টিচাররা আর না লেকচারার আর না প্রফেসারেরা জানে আর না ডাক্তাররা জানে, কাজেই কারা শিখাবে? অথচ এই বিষয়গুলো প্রত্যেক মুসলমানের জানা উচিত, কিন্তু সাধারণত মুসলমানদের সঠিকভাবে মুসলিমের অর্থই জানা নেই, এটা তো আল্লাহ পাকের দয়া যে, আমরা প্রত্যেকে মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছি নতুবা জানি না কি হতো!!

হতে পারে কারো কাছে আমার কথাগুলো খারাপ লাগতে পারে আর তারা বলবে যে, দুনিয়া চাঁদে পৌঁছে গিয়েছে আর মাওলানা সাহেব এসব কি বলছে? এমন মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তিদের এটা বলবো যে, আমি মুসলমানদের কথা বলছি। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ যদি তোমরা ইসলামকে ভালো না বাসো তবে আমি তোমাদেরকে কিছুই বলছি না। আমার আশা যে, কোন

www.dawateislami.net

মুসলমানই এই কথাগুলোকে খারাপভাবে নিবে না বরং আমি আমার নিজের জন্য বলিনি বরং মুসলমানদের আখিরাতের কল্যাণের কথা বলেছি সুতরাং খারাপ মনে করার পরিবর্তে খুশি হওয়া উচিত যে, আপনাকে কেউ তো বলছে যে, কাল আখিরাতে কোন জিনিসটি কাজে আসবে। মনে রাখবেন! ইসলাম মানুষকে দুনিয়াবি শিক্ষা বা বিষয়াদির ব্যাপারে নিষেধ করছে না, তবে শর্ত হলো তা শরীয়তের সীমার মধ্যে থাকতে হবে সুতরাং হালাল উপার্জন করুন। মা-বাবা, সন্তান-সন্ততির খেদমত করুন এবং নিজের অন্ন-বস্ত্র ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করুন। প্রত্যেকটি জিনিসের একটি সীমা থাকে আর আমাদেরকে শরীয়তের সীমা থেকে বের না হওয়া উচিত।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/৩৪-৩৬)

প্রশ্ন: বর্তমান সময়ে মানুষের মধ্যে দ্বীনি বা দুনিয়াবি ইলমের আগ্রহ আপনি কতটুকু পেয়েছেন?[১]

উত্তর: মাদানী মুযাকারায় মসজিদে **A.C** চলছে আর এভাবে ইলমে দ্বীনি শিখার জন্য সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে কিন্তু এরপরও খুবই কম লোকই আসে আর যদি এর স্থলে কোচিং সেন্টার, টিউটর অথবা দুনিয়াবি শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠান হয় আর সেখানে কোন প্রসিদ্ধ প্রফেসর লেকচার দেয় তবে অনেক লোক জমা হয়ে যেতো বরং মানুষ টাকা দিয়ে হলেও এমন লোকের লেকচার শুনে থাকে। এমন এমন লেকচারারও রয়েছে যাদের লেকচারের আয়োজন হোটেলে হয়ে থাকে আর কয়েক টাকা নয় একজন মানুষের টিকেটের দাম হাজার হাজার টাকা হয়ে থাকে কিন্তু তারপরও টাকা দিয়ে লেকচার শুনে অথচ ইলমে দ্বীন ফ্রি এবং সুযোগ-সুবিধা

১. এই প্রশ্নটি মলফুযাতে আমীরে আহল সুন্নাত বিভাগ থেকে করা হয়ছিল আর এর উত্তর দিয়েছেন স্বয়ং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه।

সহকারে শিখানো হয় বরং অনেক জায়গায় তো খাবারও খাওয়ানো হয় কিন্তু আফসোস আমাদের ধ্যান ওই দিকে খুব কম। তিন দিনের কাফেলায় সফর করার জন্য মান্নত করাতে হয় আর হাত পা ধরতে হয় আর যদি তিন দিনের পিকনিক হলে তো নিজেই টাকা দিয়ে চলে যায়। গরমের মধ্যে কত লোকই নিজের খরচে নদী, ঝর্ণা ও সমুদ্র সৈকতে পিকনিকের জন্য যায় আর অনেকে তো পানিতে ডুবে মারাও যায়। পিকনিকের জন্য এমন মনোভাব হয়ে থাকে যে, আমরা বিনা খরচে যেতে পারব অথচ আল্লাহ পাকের দ্বীন শিখার জন্য বিনা খরচে খাবার-দাবার আর থাকার ব্যবস্থাও থাকা চাই এতকিছু সত্বেও আমাদের হাজারো চাহিদা থাকে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করার স্পৃহা ও আগ্রহ দান করুক। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৫০৩-৫০৪)**

প্রশ্ন: দরসে নিযামী করা কি আলিম হওয়ার জন্য শর্ত?[১]

উত্তর: দরসে নিযামী করা আলিম হওয়ার জন্য না শর্ত আর না যথেষ্ট, অবশ্য আলিম হওয়ার জন্য একটি অনন্য মাধ্যম। যে ব্যক্তি দরসে নিযামীর সনদ অর্জন করে নিল, সে এখন পরিপূর্ণ আলিম হয়ে গেলো, এটা আবশ্যক নয়, কেননা ১০০ ভাগ ফরয ইলম দরসে নিযামীতে পড়ানো হয় না, তাছাড়া এখন দরসে নিযামী অর্থাৎ আলিম কোর্স ছোট হয়ে যাচ্ছে অথচ একটা সময় ছিলো এই আলিম কোর্স প্রায় ১৬ বছরের হতো, অতঃপর কমতে কমতে ১০ বছরে চলে আসল এরপর আট বছরের হলো আর ইসলামী বোনদের জন্য পাঁচ বছরের হয়ে গেলো। মনে

১. এই প্রশ্নটি মলফুযাতে আমীরে আহল সুন্নাত বিভাগ থেকে করা হয়ছিল আর এর উত্তর দিয়েছেন স্বয়ং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه।

www.dawateislami.net

রাখবেন! দরসে নিযামীকে বাধ্য হয়ে সীমিত করা হয়েছে কেননা এত সময়ের জন্য মানুষ আসেই না। দরসে নিযামী থেকে অনেক কিতাব বাদ দেয়া হয়েছে, এমনকিফার্সি ভাষা যাকে পূর্বে দরসে নিযামীর আবশ্যকীয় অংশ মনে করা হতো, তাও বাদ দেয়া হয়েছে। এইভাবে অনেক বিষয় বাদ দেয়া হয়েছে যাতে কোনভাবে মানুষ দরসে নিযামী করার প্রতি ধাবিত হয় যে, না করার চেয়ে করাটা অধিক উত্তম। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/৩৫৯)**

প্রশ্ন: "দাওরা হাদিস" কি ইলমে দ্বীন অর্জন করার শেষ বছর?

উত্তর: দাওরাকে ইলমে হাদিস অর্জন করার প্রথম বছর বলা উচিত, কেননা মানুষ দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিখতে থাকে। দাওরা হাদিস সম্পন্নকারী নিজেকে এটা মনে করে থাকে যে, সে যুগের অনেক বড় আলিম হয়ে গিয়েছে, বরং লোকেরা তাকে তখন থেকে "আল্লামা"ও বলে থাকে, অথচ ইলম অর্জন করার ধারাবাহিকতা এখনও শেষ হয়নি, আপনাকে সামনে আরও অনেক কোর্স করতে হবে, যদি তাখাসসুস ফিল ফিকহ (অর্থাৎ মুফতি কোর্স) এ ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন তবে অবশ্যই ভর্তি হওয়া উচিত, আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া যে, আপনারা সবাই মুফতি হয়ে যান, তবে এই লালসায় ভর্তি হওয়া উচিত নয় যে, আমি মুফতি টাইটেল পেয়ে যাবো, বরং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ইলমে দ্বীন অর্জন করতে থাকুন এবং সামনে অগ্রসর হতে থাকুন, আল্লাহ পাক তা দান করবেন, যা কল্পনায়ও আসবে না। "জিস কা ইলম হো বে গরয উসকি জযা কুছ অউর হে"। তাখাসসুস ফিল ফিকহ করার দ্বারা নিজের ইবাদতে যথেষ্ট পরিমাণ শুদ্ধতা চলে আসবে, দ্বীনি মাসআলায় দৃঢ়তা বাড়বে এবং এছাড়াও অসংখ্য উপকার অর্জিত হবে।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৯/২৪৮)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: প্রত্যেককে কি তাখাসসুস ফিল ফিকহ, তাখাসসুস ফিল হাদিস অথবা অন্যান্য তাখাসসুসের দিকে কি অগ্রসর হওয়া উচিত?

উত্তর: প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাখাসসুস করতে পারে না। অনেকের পারিবারিক সমস্যাও থাকে, তবে প্রচেষ্টাকারীদের মধ্যে সকলের নাম থাকা উচিত। যেমন একট ঘটনা রয়েছে যে, একজন বৃদ্ধা হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর ক্রেতাদের মধ্যে নাম দিতে গিয়েছিল। **(তাফসীরে রুহুল বয়ান, ১/১৭৭)** এইভাবে সকলে চেষ্টা করুন এবং নিজেদের পরিবারের লোকদের মানসিকতা তৈরী করুন। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৯/২৪৮-২৪৯)**

প্রশ্ন: মেডিক্যালের শিক্ষার্থীদেরকে প্র্যাকটিক্যালের জন্য অনেক রোগীর চিকিৎসা কোন বেতন ছাড়া করতে হয়, তারা কি এতে ভালো নিয়্ত করতে পারবে?

উত্তর: যারা প্র্যাকটিক্যালের জন্য বেতন ছাড়া চিকিৎসা করছে তাদের উচিত রোগীদেরকে ঔষুধের টাকাও দেয়া, স্বভাবতই তা তারা তাদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যই করছে, রোগীদের খেদমত করা উদ্দেশ্য থাকে না বরং ডিগ্রি অর্জন করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, ব্যস এটা যেন হাতে চলে আসে। যাইহোক যদি কেউ খোদাভীতি সম্পন্ন হয়ে থাকে, ভালো ভালো নিয়্ত করে আর এর পাশাপাশি এমন ছাড়ও দেয় যা সাধারণত দেয়া হয় না, তবে ভালো নিয়্তের সাওয়াব পাওয়া যাবে, তবে শর্ত হলো সেই নিয়তের যেন কোন উপযুক্ততা থাকে আর শরয়ীভাবে কোন সমস্যা না থাকে নতুবা এসব কাজে শরয়ী ক্ষতি বেশি হয়ে থাকে।

(মরফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/৩৮৬-৩৮৭)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: কুরআনে পাক পাঠকারী বাচ্চা যদি ছুটি কাটায়, নিজের পড়ার প্রতি মনযোগ দেয়ার পরিবর্তে উদাসিন হয় তবে এই অবস্থায় ক্বারী সাহেবের আচরণ তার সাথে কেমন হওয়া উচিত? সে কি তাকে প্রহার করতে পারবে?

উত্তর: শরীয়তের সীমার মধ্যেই থাকতে হবে। আমাদের মাদরাসাতুল মদীনায় প্রহার করা অনেক দূরের কথা, হাত লাগানো পর্যন্ত নিষেধ এবং বেত রাখার তো একেবারেই অনুমতি নেই। ক্বারী সাহেবের উচিত তিনি সেসব বাচ্চাদেরকে স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে পড়াবে, প্রয়োজন সাপেক্ষে ধমক দিবে এবং এতে চিৎকার চেচামেচি এবং অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করবে না বরং কৌশলে ভীতি প্রদর্শন করবে।

বাচ্চাদের শাস্তি দেয়ার পদ্ধতি

আমাদের দেশে আগে মাদরাসাতুল মদীনায় এই নিয়ম ছিল যে, শিক্ষার্থীদেরকে হাত উপরে করে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো, কিছুক্ষণের মধ্যেই তার খবর হয়ে যেত। এই শাস্তিটাও বেশিক্ষণ সময় দেয়া উচিত নয়, বাচ্চাদের হাতও ব্যথা হয়ে যাবে বরং উপযুক্ত সময়ের জন্য যেন হয় যেমন; হাত উঠিয়ে বলা যে, ১১১ পর্যন্ত গণনা করো। এইভাবে না প্রহার করা হবে আর না কোন ক্ষতি। প্রহার করার দ্বারা কোন উপকার হয় না বরং হতে পারে আরও জেদী ও নিজের ক্বারী সাহেবের প্রতি বিরক্ত হয়ে যাবে। যেই মা-বাবারাও বাচ্চাদের প্রহার করে তাদের সন্তানরা জেদী হয়ে যায়। স্কুল টিচারদের এমন ঘটনা হয়েছে যে, কোন এক টিচার শিক্ষার্থীকে প্রহার করলো তখন সেই শিক্ষার্থী প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বন্ধুদের সাথে মিলে টিচারের পেছনে লেলিয়ে দিলো। এখনো হয়তো এরকম ঘটনা ঘটে থাকে বরং হতে পারে পূর্বের চেয়ে আরও বেশি হবে, কেননা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে প্রহার করার পদ্ধতিও শিখানো হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

মারধর এটি সারা বিশ্বে কুখ্যাত, যদি কোন মুসলমান অথবা আলিমে দ্বীন বরং কোন দাড়ি ওয়ালাও মারধর করে তবে ধর্মের বদনাম হবে এবং এখন তো সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় এরকম কথাবার্তা ছড়িয়ে দেয়া শুরু করে দেয়। অতপর অমুসলিমরাও এরকম ভুল মন্তব্য করে থাকে যে, ইসলামে সহিংসতা আছে অথচ ইসলামের মধ্যে তো পিঁপড়ার উপরও জুলুম করার মনোভাব নেই। **(ইবনে মাজাহ, ৩/৫৭৮, হাদিস: ৩২২৩)** এরপরও যদি কোন মুসলমান সহিংসতা ঘটায় তবে তা হলো তার **Personal Matter** (অর্থাৎ ব্যক্তিগত সমস্যা)। ইসলাম তাকে সহিংসতার অনুমতি দেয় না বরং যেই ব্যক্তিই এই ধরনের মারধর করে সে ভুল করে থাকে। ইসলামে বিনয়, ভালোবাসা ও সুন্দর চরিত্রের শিক্ষা দিয়ে থাকে, আল্লাহ করুক এসব যেন নসিব হয়ে যায়। কারো বাচ্চাকে মারার সময় নিজের বাচ্চার কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমার বাচ্চাকে এইভাবে কেউ প্রহার করলে তখন কি আমি সহ্য করতে পারবো? এও তো কারো বাচ্চা, তাকে প্রহার করলে তখন তার মা-বাবা কি তা দেখতে পারবে? **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৪৭৩-৪৭৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশ্যারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net